Visit http://www.asram.org

# করিন্থীয়দের কাছে

# পোপ প্রথম ক্লেমেণ্টের দ্বিতীয় পত্র

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

**প্রথম প্রকাশ** ২২শে এপ্রিল ১৯৯৪

**অনুবাদ** © সাধু বেনেডিক্ট মঠ

**প্রকাশনা** © সাধু বেনেডিক্ট মঠ
মহেশ্বরপাশা, খুলনা
বাংলাদেশ

# ভূমিকা

যদিও এই লেখার শিরনাম ‘করিন্তীয়দের কাছে ক্লেমেণ্টর দ্বিতীয় পত্র’ ও তার শেষ পদও বলে ‘করিন্থীয়দের কাছে ক্লেমেণ্টর দ্বিতীয় পত্র’, তবু সকল পণ্ডিত একথা সমর্থন করেন যে, লেখাটা ক্লেমেণ্টের নয়। ‘প্রৈরিতিক পিতৃগণ’ বলে পরিচিত লেখাগুলোর তালিকায় লেখাটি করিন্থীয়দের কাছে ক্লেমেণ্টর প্রথম পত্রের পর পরেই স্থান পেয়েছিল বিধায়ই সম্ভবত তা ক্লেমেণ্টেরই বলে পরিগণিত হয়েছিল। তাছাড়া লেখাটি একটা পত্রও নয়, বরং একটি উপদেশ যা খ্রীষ্টীয় উপাসনাকালে পাঠ করা হত; আর যেহেতু সম্ভবত ১৪০ সালেই রচিত হয়েছিল, সেজন্য একথা সর্মথন করা যায় যে, এই লেখা হল খ্রীষ্টীয় প্রথম লিখিত উপদেশ, ফলত অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

# করিন্থীয়দের কাছে ক্লেমেন্টের দ্বিতীয় পত্র

১ এসো, ভ্রাতৃগণ, যীশুখ্রীষ্টকে প্রকৃত ঈশ্বর বলে ও জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা বলে ভক্তিভরে স্বীকার করি; আমাদের পরিত্রাণ নিয়েও গর্ব বোধ করি। কেননা এ সমস্ত বিষয় যদি তত মূল্যবান মনে না করি, তাহলে আমাদের ভাবী বিষয়ও তত প্রত্যাশা করতে পারব না, আর যারা আমাদের শিথিল কথা শোনে, তারাও পাপ করবে ও আমরাও পাপ করব, কারণ এতে দেখাব, আমরা জানি না কার দ্বারা ও কোন্ উদ্দেশ্যে আহূত হয়েছি ও আমাদের জন্য যীশুখ্রীষ্ট কত কিছুই না বহন করেছেন।

ফলত, তিনি আমাদের যা দান করেছেন, তার বিনিময়ে কেমন প্রতিদান ও কেমন ফল দিতে পারব যা তাঁর যোগ্য? আর তাঁর কাছে আমরা কতগুলো উপকারের জন্য না ঋণী? বাস্তবিকই তিনি আমাদের আলো দিয়েছেন, পিতার মত আমাদের সন্তান বলে অভিহিত করেছেন, ও বিনাশ-যাত্রী এই আমাদের ত্রাণ করেছেন। তবে তাঁর সমস্ত উপকারের যোগ্য প্রতিদান স্বরূপ আমরা তাঁকে কেমন প্রশংসা বা কেমন কৃতজ্ঞতা আরোপ করব? কেননা পাথর ও গাছপালা, আর মানুষের হাতে তৈরী রুপো, সোনা ও তামার বস্তু পূজা করে আমরা নির্বোধ ছিলাম; এবং আমাদের গোটা জীবন কেবল মৃত্যুই ছিল। কিন্তু আমরা যখন তেমন অন্ধকারে চারদিক থেকে আবিষ্ট ছিলাম ও আমাদের চোখ কালিমায় পূর্ণ ছিল, তখন তাঁর অনুগ্রহ গুণে সেই ঘন কুয়াশা ত্যাগ করে আমরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলাম।

আসলে তিনি যখন আমাদের মধ্যে ভারী ভুলভ্রান্তি ও অনিবার্য বিনাশ দেখলেন, এবং এও দেখলেন যে, তাঁর নিজের অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের পরিত্রাণের কোন আশাই ছিল না, তখন আমাদের প্রতি করুণা দেখালেন ও মমতাপূর্ণ দয়ায় বিগলিত হয়ে আমাদের পরিত্রাণ করলেন: হ্যাঁ, আমরা যারা অস্তিত্বহীন ছিলাম, তিনি আমাদের আহ্বান করলেন, এবং চাইলেন, শূন্যময় অবস্থার মধ্য থেকে আমরা অস্তিত্ব পাব।

২ *সানন্দে চিৎকার কর, বন্ধ্যা,—তুমি যে কখনও সন্তান প্রসব করনি! সানন্দে চিৎকার কর, উল্লাসে ফেটে পড়, তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা কখনও ভোগ করনি! কারণ বিবাহিতার সন্তানদের চেয়ে পরিত্যক্তার সন্তানেরা বেশি।* যখন তিনি বলেন, *সানন্দে চিৎকার কর, বন্ধ্যা,—তুমি যে কখনও সন্তান প্রসব করনি!*

তখন তিনি আমাদেরই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, কেননা আমাদের জন্ম দেবার আগে মণ্ডলী বন্ধ্যাই ছিল। আর যখন তিনি বলেন, *উল্লাসে ফেটে পড়, তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা কখনও ভোগ করনি!* তখন আমাদের আহ্বান করেন যাতে ঈশ্বরের কাছে আনন্দের সঙ্গে প্রার্থনা নিবেদন করি। আবার তিনি যখন বলেন, *কারণ বিবাহিতার সন্তানদের চেয়ে পরিত্যক্তার সন্তানেরা বেশি,* তখন এ সত্য দেখাতে চান যে, আমাদের জনগণ একসময়ে ঈশ্বর-বিহীন ও ঈশ্বর-পরিত্যক্ত বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল; এখন কিন্তু বিশ্বাস করেছি বিধায় আমরা সংখ্যায় তাদেরও চেয়ে বেশি, যারা ঈশ্বর-পূজারী বলে পরিগণিত ছিল।

শাস্ত্রে অন্যত্র বলে: *আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি।* এ বাণী দ্বারা তিনি বলতে চান, তাঁকে বিনাশ-যাত্রীদেরই ত্রাণ করতে হবে, কেননা যা সতেজ তা নয়, যা পতনোন্মুখ তা-ই বাঁচানো মহা আশ্চর্য কাজ! সুতরাং খ্রীষ্টও তা-ই ত্রাণ করতে চাইলেন যা বিনষ্ট হতে যাচ্ছিল, আর বাস্তবিকই বিনাশ-যাত্রী এই আমাদের আহ্বান করতে এসে অনেককেই ত্রাণ করলেন।

৩ তিনি আমাদের প্রতি অসীম দয়া দেখিয়েছেন: প্রথমত, তিনি এমনটি দিলেন না যে, জীবিত এই আমরা মৃত দেবতাদের কাছে বলি উৎসর্গ করব ও তাদের পূজা করব, কিন্তু এমনটি দিলেন যাতে আমরা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সত্যের পিতাকে জানতে পারি; এখন, যাঁর দ্বারা আমরা তাঁকে জেনেছি, তাঁকে অস্বীকার করব না, এ ছাড়া আর কোন্ জ্ঞান আমাদের তাঁর কাছে চালিত করবে? তিনি নিজেই তো এবিষয়ে বলেন: *যে কেউ আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব।* সুতরাং যাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি, আমরা যদি তাঁকে স্বীকার করি, তাহলে এ-ই আমাদের পুরস্কার হবে।

কিন্তু কিসেতেই আমরা তাঁকে স্বীকার করব? তিনি যা যা বলেন আমরা তা করব, তাঁর আদেশগুলো অবজ্ঞা করব না, আর কেবল মুখে নয়, কিন্তু সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত মন দিয়েই তাঁকে সম্মান করব। কেননা ইসাইয়া বলেন: *এই জাতির মানুষেরা কেবল কথায়ই আমার কাছে এগিয়ে আসে, কেবল ওষ্ঠেই আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমা থেকে দূরে রয়েছে।*

৪ সুতরাং এসো, তাঁকে প্রভু বলে ডাকব এমনটি যেন যথেষ্ট মনে না করি; কারণ তাতে আমরা পরিত্রাণ পাব না; কেননা তিনি বলেন: *যে কেউ বলে, প্রভু, প্রভু, সে পরিত্রাণ পাবে এমন নয়, কিন্তু ধর্মময়তা যে পালন করে সে-ই পরিত্রাণ পাবে।* এজন্য ভ্রাতৃগণ, এসো, কর্ম দ্বারাই তাঁকে স্বীকার করি—পরস্পরকে ভালবেসে, ব্যভিচার না করে, পরনিন্দা ও হিংসা বাতিল করে, এবং শুচিতা, দয়া ও মঙ্গলময়তায় জীবন যাপন করেই তাঁকে স্বীকার করি। উপরন্তু, অর্থলাভের কামনা নয়, কিন্তু পারস্পরিক সাহায্য দানই আমাদের জীবনাচরণ চালিত করার কথা। এসো, এপ্রকার কর্ম

দ্বারাই তাঁকে স্বীকার করি, এর বিপরীত কর্ম দ্বারা নয়; তাছাড়া মানুষকে ভয় করব না, ঈশ্বরকেই ভয় করব। অন্যথা প্রভু আমাদের বলবেন: *তোমরা আমার বুকে সম্মিলিত হয়েও যদি আমার আদেশগুলো পালন না কর, আমি তোমাদের পরিত্যাগ করে বলব: আমার কাছ থেকে দূর হও, অপকর্মা সকল! আমি জানি না তোমরা কোথা থেকে আস।*

**৫** তাই ভ্রাতৃগণ, এসো, ইহলোকে আমাদের এই প্রবাস-স্থান ত্যাগ করে তাঁরই ইচ্ছা পালন করি যিনি আমাদের আহ্বান করেছেন; এসো, এ জগৎ ছেড়ে চলে যেতে যেন ভয় না করি, কেননা প্রভু বলেছিলেন, 'তোমরা হবে নেকড়েদলের মধ্যে মেষই যেন।' এতে পিতর তাঁকে উত্তরে বলেছিলেন, 'আর নেকড়ে মেষকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করলে?' যীশু পিতরকে বলেছিলেন, 'মৃত্যুর পরে মেষদের নেকড়ের ভয় করার কিছুই নেই।' তেমনিভাবে তোমরা তাদের ভয় করো না যারা তোমাদের হত্যা করে কিন্তু এর চেয়ে আর বেশি কিছু করতে পারে না; বরং তাদেরই ভয় কর যারা মৃত্যুর পরে তোমাদের প্রাণ ও দেহ দু'টোকেই আগুনের সেই নরকে নিক্ষিপ্ত করার অধিকার রাখে। ভ্রাতৃগণ, তোমরা তো জান, ইহলোকে এই মাংসে আমাদের এই প্রবাসকাল ক্ষণিক ও অল্প দিনেরই ব্যাপার, অপরদিকে খ্রীষ্টের প্রতিশ্রুতি মহান ও চমৎকার, যেমনটি মহান ও চমৎকার হল অনন্ত জীবনে সেই বিশ্রাম।

আর এই সমস্ত মঙ্গলদান পাবার জন্য, পবিত্র ও ধর্মময় জীবন ধারণ করা ছাড়া, এজগতের বস্তুসকল আমাদেরই সম্পদ বলে বিবেচনা না করা ছাড়া, ও সেগুলি কামনা না করা ছাড়া, আমাদের আর কীবা করতে হয়? কেননা সেই বস্তুগলি কামনা করায় আমরা ধর্মময়তার পথ থেকে পতিত হই।

**৬** কারণ প্রভু বলেন, *দুই মনিবের সেবায় থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়:* ঈশ্বর ও ধন, উভয়েরই সেবায় যদি থাকতে চাই, তাহলে আমাদের পক্ষে তা অধিক ক্ষতিকর হবে। *বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় ক'রে নিজের প্রাণ হারায়, তাতে তার কী লাভ হবে?* ইহলোক ও পরলোক পরস্পর বিরোধী! ব্যভিচার, অসাধুতা, অর্থলালসা ও প্রতারণা: এ তো ইহলোকের কথন, কিন্তু পরলোক এসমস্ত কিছু বর্জনই করে। সুতরাং আমাদের পক্ষে উভয়ের বন্ধু হওয়া সম্ভব নয়; আমাদের পক্ষে ইহলোক বর্জন করা দরকার যাতে পরলোকের অংশী হতে পারি। আর আমরা এ শ্রেয় মনে করি, তথা, এখানকার যত বস্তু ঘৃণা করা, কেননা সেগুলো হীন, ক্ষণিকের ও ক্ষয়শীল, এবং সেখানকার সেই বস্তু ভালবাসা যেগুলো অক্ষয়শীল। কেননা কেবল খ্রীষ্টের ইচ্ছা পালন করায়ই আমরা অনন্ত বিশ্রাম পাব, কিন্তু তাঁর আজ্ঞাগুলোর প্রতি অবাধ্যতা দেখালে তবে অনন্ত শাস্তি থেকে কিছুই আমাদের মুক্তি দিতে পারবে না। এজেকিয়েল পুস্তকে শাস্ত্রেও কি একথা বলে না যে, *নোয়া, যোব ও দানিয়েল পুনরুত্থিত হলে তাঁরা কি বন্দিদশায় পতিত নিজেদের সন্তানদের উদ্ধার করবেন না?* তাই যখন তেমন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নিজেদের ধর্মময়তা গুণে নিজেদের সন্তানদের নিস্তার করতে অক্ষম, তখন আমাদের দীক্ষা নির্মল ও অকলুষিত না রেখে আমাদের কী আশা থাকতে পারে যে আমরা ঈশ্বরের প্রাসাদে প্রবেশ করব? আমরা ধর্মসম্মত কাজ সাধন না করলে কেইবা আমাদের পক্ষে ওকালতি করবে?

**৭** এজন্য আমার ভ্রাতৃগণ, এসো, লড়াই করি, একথা জেনে যে, আমরা শুভ লড়াইতেই রত আছি, আর একই সময়ে অনেকে নশ্বর লড়াইয়ের প্রতি আকর্ষিত; কিন্তু আমরা জানি যে, সকলেই জয়মালায় ভূষিত হবে এমন নয়, তারাই মাত্র হবে, যারা অধিক পরিশ্রম করেছে ও গৌরবময় ভাবে লড়াই করেছে। তাই এসো, লড়াই করি, যাতে সকলেই জয়মালায় ভূষিত হতে পারি। এসো, ন্যায় পথে দৌড় দিতে থাকি, কারণ এ পথ অনশ্বর; এবং অনেকে মিলেই তাঁর দিকে সমুদ্র-যাত্রা করি ও লড়াই করি যাতে জয়মালাও লাভ করতে পারি। আর যদি সকলেই মাল্যভূষিত না হতে পারি, কমপক্ষে যেন প্রথমদের মধ্যেই স্থান পাই।

তবু একথা আমাদের জানা উচিত যে, নশ্বর লড়াইতে যারা লড়াই করে, তাদের মধ্যে কেউ যদি চালাকি করে থাকে, তাকে কশাঘাত করা হয়, লড়াইচ্যুত করা হয়, ও ক্রীড়াঙ্গন থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাই তোমরা কী মনে কর? অনশ্বর লড়াইতে যে চালাকি করে, তার কি দণ্ড হবে না? কেননা যারা খ্রীষ্টীয় সীলমোহর অক্ষুণ্ন রাখেনি, তাদের বিষয়ে তিনি বলেন: *তাদের কীট কখনও মরবে না, তাদের আগুন কখনও নিভবে না, তারা হবে সকলের বিতৃষ্ণার পাত্র।*

**৮** এসো, যতদিন এই জগতে আছি, ততদিন তপস্যা করে চলি। আসলে আমরা কুমোরের হাতে মাটিমাত্র। আর কুমোর যেমন গড়া পাত্রটা কুশ্রী ও ভঙ্গুর দেখলে তা নতুন করে গড়ে, কিন্তু পাত্রটা চুল্লিতে দেওয়ার মত মনে করলে তা আর স্পর্শ করে না, তেমনি আমরাও যতদিন এই জগতে রয়েছি, যতদিন সময় আছে, এসো, দুর্বল মাংসের কারণে যে সকল পাপ করেছি, তার জন্য সমস্ত হৃদয় দিয়ে তপস্যা করি যেন প্রভুর পরিত্রাণ লাভ করতে পারি।

কেননা এই জগৎ থেকে বিদায় নেবার পর আমরা পাপস্বীকার করতে বা তপস্যা করতে আর পারব না। এজন্য, ভ্রাতৃগণ, পিতার ইচ্ছা পালন করলে, দেহ শুচি রাখলে ও প্রভুর আদেশগুলি মেনে চললে তবেই আমরা অনন্ত জীবন লাভ করব। প্রভু তো সুসমাচারে একথা বলেন: যখন সামান্য ব্যাপারে বিশ্বস্ত হওনি, তখন কে তোমাদের বড় ব্যাপারে দায়িত্ব দেবে? *আমি তোমাদের সত্যি বলছি: সামান্য ব্যাপারে যে বিশ্বস্ত, সে বড় ব্যাপারেও বিশ্বস্ত।* তিনি আসলে বলতে চান: তোমরা দেহ শুচি ও খ্রীষ্টীয় সীলটা নিষ্কলঙ্ক রাখ, যেন জীবন ফিরে পেতে পার।

**৯** আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই যেন না বলে, এ দেহের বিচার হবে না, তার পুনরুত্থানও হবে না। বিবেচনা করে দেখ: এ দেহে জীবন যাপন করার সময়ে, এ দেহে ছাড়া তোমরা কিসেতেই পরিত্রাণ পেয়েছ, কিসেতেই বা প্রাণ

গ্রহণ করেছ? অতএব এ দেহকে ঈশ্বরের মন্দিররূপে রক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা তোমরা যেমন দেহেই আহূত হয়েছ, তেমনি দেহেই বিচারমঞ্চে উপস্থিত হবে। যিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন ও আগে আত্মিক ছিলেন, সেই খ্রীষ্ট প্রভু যখন মাংস হলেন ও সেই মাংসে আমাদের আহ্বান করলেন, তখন আমরাও এই মাংসেই পুরস্কার পাব।

সুতরাং এসো, পরস্পরকে ভালবাসি, যাতে সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যে যেতে পারি। সুস্থ হওয়ার জন্য যতক্ষণ সময় রয়েছে, এসো, ততক্ষণ ধরে চিকিৎসক সেই ঈশ্বরের হাতে নিজেদের সঁপে দিই ও তাঁর হাতে আমাদের কর্মফল নিবেদন করি। কোন্ কর্মফল? অকপট হৃদয়ের তপস্যাই আমাদের কর্মফল। কেননা তিনি একটা কিছু ঘটবার আগেও তা জানেন, আমাদের হৃদয়ের সমস্ত গতিও জানেন। তাই তাঁর প্রশংসাবাদ করি, কেবল মুখে নয়, হৃদয় দিয়েও তাঁর প্রশংসাবাদ করি, তিনি যেন আমাদের সন্তানরূপেই গ্রহণ করেন। কেননা প্রভু বললেন: *যারা আমার পিতার ইচ্ছা পালন করে, তারাই আমার ভাই।*

**১০** আমার ভ্রাতৃগণ, এসো, সেই পিতার ইচ্ছা পালন করি, যিনি আমাদের আহ্বান করেছেন যাতে এজীবনে আমরা সদ্‌গুণেরই অধিক অনুসরণ করি, কিন্তু আমাদের অপরাধের অগ্রদূত স্বরূপ সেই রিপু এড়িয়ে থাকি, ও অধর্ম থেকে দূরে যাই পাছে সমস্ত অমঙ্গল আমাদের গ্রাস করে। কেননা আমরা সৎকর্ম সাধনে সচেষ্ট হলে শান্তি আমাদের কাছে কাছে থাকবে। এ কারণেই যারা ভাবী অঙ্গীকারের আগে বর্তমান কামনা-বাসনাকে স্থান দিয়ে মানবীয় ভয়-ভীতি দ্বারা চালিত, তারা শান্তি খুঁজে পেতে পারে না। বাস্তবিকই তারা জানে না, এসংসারের কামনা-বাসনা কতগুলো না জ্বালাতনের ভান্ডার; এও জানে না, ভাবী প্রতিশ্রুতি কেমন আনন্দ-সুখের অধিকারী। আর শুধু তা নয়, কেবল তারাই এভাবে ব্যবহার করলে, তবে ব্যাপারটা সহনীয় হত; কিন্তু তারা অধিক নিষ্ঠাবান হয়েই আত্মাগুলোর মধ্যে জঘন্য মতবাদ প্রবেশ করাতে থাকে, একথা না জেনে যে, তারা দ্বিগুণ শাস্তির পাত্র হবে: নিজেদের জন্য একটা, ও যারা তাদের শোনে তাদের জন্যও একটা।

**১১** অতএব এসো, আমরা শুদ্ধ হৃদয়ে ঈশ্বরের সেবা করে চলি, তবেই ধর্মময় হব; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অবিশ্বাস করায় যদি তাঁর সেবা না করি, তাহলে আমাদের অবস্থা শোচনীয় হবে। কেননা নবী একথা বললেন: *যারা দোমনা ও সন্দিগ্ধ হৃদয়ের মানুষ, তারা দুর্ভাগা; তারা তো বলে: এসব কিছু আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়েও শুনেছি, অথচ দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে করতেও ভবিষ্যদ্বাণীর কিছুই দেখতে পাইনি। হায় হায় নির্বোধ, একটা গাছের সঙ্গে নিজেদের তুলনা কর: আঙুরলতার কথা ধর, প্রথমে তার কোন পাতাও থাকে না, তারপরে কিন্তু মুকুল দেখা দেয়, তারপর কাঁচা আঙুরফল হয়, আর শেষেই পরিপক্ব আঙুরফল হয়। তেমনি আমার জনগণ নানা দুর্দশা ও সঙ্কট বহন করে, শেষেই মঙ্গল লাভ করবে।*

তাই, হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমরা যেন দোমনা মানুষ না হই, কিন্তু প্রত্যাশা রেখেই সবকিছু বহন করি, যাতে পুরস্কারও পেতে পারি। কেননা যিনি প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত। ফলে আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে ন্যায়কর্ম পালন করলে সেই রাজ্যে প্রবেশ করব ও সেই প্রতিশ্রুতি লাভ করব *কোন কান যা শোনেনি, কোন চোখ যা দেখেনি, কোন মানুষের অন্তরে যা কখনও প্রবেশ করেনি।*

**১২** সুতরাং এসো, ভালবাসা ও ন্যায্যতা পালন করে পলে পলে ঐশরাজ্যের অপেক্ষায় থাকি, কারণ ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের দিন তো জানি না। তাঁর রাজ্যের আগমন কবে ঘটবে, একজন লোক তাঁকে এ প্রশ্ন করলে প্রভু নিজেই বলেছিলেন, ‘যখন দু’জন এক হবে, যখন বাইরেটা হবে ভিতরটার মত, যখন নারীর সঙ্গে নর নরও নয় নারীও নয়, তখন।’ এখন, ‘দু’জন এক হয়’ তখনই যখন আমরা একে অপরের কাছে সত্য কথা বলি, কেননা মিথ্যা এড়িয়ে দুই দেহে একটিমাত্র প্রাণ বিদ্যমান। ‘বাইরেটা হবে ভিতরটার মত’ এর অর্থ হল: প্রাণ-ই হল ভিতরটা, দেহ হল বাইরেটা; সুতরাং তোমার দেহ যেমন দৃশ্যমান তোমার প্রাণও তেমনি যেন তোমার শুভকর্ম সাধনে নিজেকে দৃশ্যমান করে। আর ‘নারীর সঙ্গে নর নরও নয় নারীও নয়’ এর অর্থ এরূপ: যখন এক ভাই এক বোনকে দেখে তখন সে যেন নারীত্বের কথা না ভাবে, সেই বোনও যেন পুরুষত্বের কথা না ভাবে। তিনি বলতে চান, তোমরা যখন তেমনটি ব্যবহার কর, তখন আমার পিতার রাজ্যের আগমন হবে।

**১৩** সুতরাং ভ্রাতৃগণ, এসো, ইতিমধ্যেই তপস্যা পালন করি, শুভকর্মে নিষ্ঠাবান থাকি, কারণ আমরা যত প্রকার নির্বুদ্ধিতা ও শঠতায় পূর্ণ। এসো, প্রাচীন পাপ থেকে নিজেদের ধৌত করি, ও অন্তর দিয়ে তপস্যা করি যাতে পরিত্রাণ লাভ করি। আমরা যেন কারও তোষামোদ না করি, ও কেবল ধর্মভাইদের নয়, যারা আমাদের বিশ্বাসের বাইরে, তাদেরও মঙ্গল করতে সচেষ্ট থাকি, ও তাদের সঙ্গে ন্যায়কর্ম পালন করি, পাছে আমাদের কারণে ঐশনামের নিন্দা হয়। কেননা প্রভু একথা বলছেন, *আমার নাম সকল জাতির মধ্যে নিন্দার বস্তু হচ্ছে*; তিনি আরও বলছেন: *ধিক্ তাকে, যার কারণে আমার নাম নিন্দার বস্তু হচ্ছে।* কেন তাঁর নাম নিন্দার বস্তু হচ্ছে? কারণ আমরা যা বলি তা করি না। বাস্তবিকই জাতিগুলো আমাদের মুখ থেকে ঈশ্বরের বাণী শুনে অবাক হয়—সেই বাণী এত উত্তম, এত মহান! তারপরে যখন দেখে আমাদের কর্ম আমাদের উচ্চারিত ঐশবাণীর যোগ্য নয়, তখন সেই বাণী একপ্রকার রূপকথা ও প্রবঞ্চনা বলে বিবেচনা ক’রে তারা সেই বাণীর নিন্দা করতে শুরু করে।

তারা তো আমাদের কাছ থেকে শোনে যে ঈশ্বর বলেন: *যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদেরই ভালবাসলে তোমাদের কোন মজুরি নেই; কিন্তু যারা তোমাদের শত্রু ও যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদেরই ভালবাসলে তোমাদের মজুরি হবে;* এ বাণী শুনে তারা তেমন মঙ্গলভাবের উৎকৃষ্টতায় অবাক হয়; কিন্তু যখন দেখে, যারা আমাদের ঘৃণা করে, তাদের শুধু নয়, যারা আমাদের ভালবাসে আমরা তাদেরও ঘৃণা করি, তখন আমাদের পিছনে হাসে ও পুণ্যনাম নিন্দার পাত্র করে।

**১৪** তাই ভ্রাতৃগণ, আমাদের পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করায় আমরা সেই আত্মিক আদিমণ্ডলীর অংশ হব, যা সূর্য ও চন্দ্রের আগেও স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ না করলে শাস্ত্রের এ বাণীই আমাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে: *আমার গৃহ দস্যুর আস্তানায় পরিণত হয়েছে।* ফলে দু'টোর মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে, এসো, জীবনদায়ী মণ্ডলীর অংশ হতে চেষ্টা করি, যাতে পরিত্রাণ পেতে পারি।

আমি মনে করি তোমরা একথা জান যে, জীবনদায়ী *মণ্ডলী হল খ্রীষ্টের দেহ।* কেননা শাস্ত্রে বলে: *ঈশ্বর পুরুষ ও নারী করে তাদের নির্মাণ করলেন:* পুরুষ হলেন খ্রীষ্ট, নারী হল মণ্ডলী; এবং শাস্ত্র ও প্রেরিতদূতেরাও একথা সমর্থন করেন যে, মণ্ডলী এ সম্প্রতিকালের ফল নয়, কিন্তু আদি থেকেই বিদ্যমান; সেকালে মণ্ডলী আত্মিক ছিল, ঠিক যেমন আমাদের যীশুও আত্মিক ছিলেন; কিন্তু এ চরম দিনগুলিতে তেমন আত্মিক মণ্ডলী আবির্ভূত হয়েছে যাতে আমাদের ত্রাণ করতে পারে।

আত্মিক এই মণ্ডলী খ্রীষ্টের দেহে আবির্ভূত হল, ও আমাদের দেখিয়েছে যে, আমাদের মধ্যে যে কেউ নিষ্ঠাবান হয়ে দেহে তার সেবা করে, সে পবিত্র আত্মায় সেই দেহ গ্রহণ করবে; কেননা এ দেহ হল আত্মার প্রতিমূর্তি; ফলে প্রতিমূর্তিকে হারালে কেউই আদিমূর্তি পেতে পারবে না। এজন্য ভ্রাতৃগণ, মণ্ডলী একথা বলে: দেহকে সম্মান কর, যাতে আত্মার অংশী হও। কিন্তু আমরা যদি বলি, দেহ হল মণ্ডলী ও আত্মা হলেন খ্রীষ্ট, তবে এ সিদ্ধান্ত অনুমেয় যে, দেহকে যে কলুষিত করে, সে মণ্ডলীকে কলুষিত করে। এজন্য তেমন ব্যক্তি আত্মার তথা খ্রীষ্টের অংশী নয়। পবিত্র আত্মার সহায়তায় এ দেহ তেমন জীবন ও অক্ষয়শীলতা গ্রহণ করতে সক্ষম; অন্যদিকে, এমন কেউই নেই যে বলতে পারে, আপন মনোনীতদের জন্য ঈশ্বর কী না প্রস্তুত করেছেন!

**১৫** সংযমী জীবনের জন্য যে পরামর্শ তোমাদের দিয়েছি, আমি তা তত নগণ্য মনে করি না; আর শুধু তা নয়, তেমন পরামর্শ যে পালন করবে তাকে দুঃখিত হতে হবে না, সে বরং নিজেকেও ত্রাণ করবে ও পরামর্শদাতা এই আমাকেও ত্রাণ করবে। কেননা পথভ্রষ্ট ও হারানো আত্মাকে পরিত্রাণের দিকে ফিরিয়ে আনা আদৌ সামান্য লাভ নয়; আর তেমন লাভ আমরা আমাদের স্রষ্টা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করতে পারব, যদি যে কেউ কথা বলে ও শোনে সে বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গেই কথা বলে ও শোনে।

সুতরাং এসো, আমরা যা যা বিশ্বাস করেছি, তাতে ধর্মময়তা ও পবিত্রতার সঙ্গে স্থিতমূল থাকি, যাতে ভরসার সঙ্গে সেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি, যিনি বলেন, *তুমি কথা বলতে না বলতেই আমি তোমাকে উত্তর দিয়ে বলব: এই যে আমি আছি।* এ বচনটি মহা প্রতিশ্রুতির চিহ্ন, কেননা প্রভু বলেন, আদায় করার চেয়ে তিনি দান করতেই অধিক প্রস্তুত। এজন্য আমরা যখন তেমন মহা মঙ্গলময়তার অংশী, তখন যেন ঈশ্বরের দেওয়া তেমন দানগুলি বিষয়ে পরস্পরকে হিংসা না করি; কেননা সেই বাণী বাধ্যদের অন্তরে যতখানি আনন্দ সঞ্চার করে, অবাধ্যদের অন্তরে ততখানি দণ্ড এনে দেয়।

**১৬** তাই ভ্রাতৃগণ, তপস্যা করার এ সুন্দর সুযোগ গ্রহণ করে, এসো, সময় থাকতেই ঈশ্বরের কাছে মন ফেরাই যিনি আমাদের আহ্বান করেছেন, কারণ তিনি এখন আমাদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কেননা আমরা যদি এ সমস্ত দেহলালসা অস্বীকার করি ও তার অমঙ্গল অভিলাষ প্রশ্রয় না দিয়ে আমাদের আত্মা জয় করি, তবে যীশুর দয়ার অংশী হয়ে উঠব। তোমরা তো জান, জ্বলন্ত চুল্লির মত সেই বিচারের দিন আসছে, এবং আকাশের এক অংশ ও গোটা পৃথিবী আগুনে গলে যাওয়া সীসার মত বিলীন হয়ে যাবে, আর তখন মানুষের আবৃত ও অনাবৃত যত কিছুই প্রকাশ পাবে। সুতরাং, পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে ভিক্ষাদান উত্তম; প্রার্থনার চেয়ে উপবাস শ্রেয়, কিন্তু উভয়ের চেয়ে ভিক্ষাদান উত্তম: *ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়।* সদ্বিবেক থেকে উদ্গত প্রার্থনা মৃত্যু থেকে মুক্ত করে, কিন্তু সুখী সেই মানুষ, যে এ সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধপুরুষ বলে প্রতিপন্ন হবে, কেননা ভিক্ষাদান পাপকে দূর করে দেয়।

**১৭** অতএব এসো, সমস্ত হৃদয় দিয়ে তপস্যা পালন করি, যাতে আমাদের কেউই বিনষ্ট না হয়। প্রতিমা পূজা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে তাকে উদ্বুদ্ধ করা, এমন আদেশ আমরা যখন পেয়েছি, তখন কি অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে না, যে আত্মা ইতিমধ্যে ঈশ্বরকে জেনেছে সে যেন বিনষ্ট না হয়? এজন্য এসো, পরস্পরকে সাহায্য করি, যাতে দুর্বলকেও মঙ্গলের দিকে আকর্ষণ করতে পারি, এর ফলে সকলেই যেন পরিত্রাণ পাই ও পারস্পরিক মনপরিবর্তনের জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা দান করি। আর এমনটি যেন না ঘটে যে প্রবীণবর্গ যখন উপদেশ দেন তখনই মাত্র নিজেদের মনোযোগী ও বিশ্বাসযোগ্য দেখাই; বাড়ি ফিরে গিয়েও যেন প্রভুর আজ্ঞাবলি স্মরণ করি ও জগতিক যত অভিলাষ দ্বারা নিজেদের চালিত হতে না দিই। বরং এসো, আমরা সকলেই প্রায়ই সম্মিলিত হতে সচেষ্ট থাকি, আর এভাবে, সকলেই একই চিন্তা দ্বারা একত্রিত হয়ে, জীবনের উদ্দেশেও একত্রিত হতে পারব।

প্রভু বলেছিলেন, *আমি সকল জাতি, সকল গোষ্ঠী, ও সকল ভাষাকে একত্রিত করতে আসছি।* এই বচনের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর নিজের আত্মপ্রকাশের দিনের দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন, সেই যে দিনে তিনি এসে আমাদের সকলকে আমাদের কর্ম অনুযায়ী উদ্ধার করবেন। সেদিন অবিশ্বাসী যারা তারাও তাঁর গৌরব ও পরাক্রম দেখতে পাবে, এবং এও দে'খে যে, যীশুকেই বিশ্বের রাজ-অধিকার দেওয়া হয়েছে, স্তম্ভিত হয়ে বলবে: 'আমাদের ধিক্! তুমিই সে! আর আমরা তা জানতাম না, বিশ্বাসও করিনি, এবং যে প্রবীণবর্গ পরিত্রাণের কথা আমাদের বলতেন তাঁদের প্রতিও বাধ্য হইনি।' *আর তাদের কীট কখনও মরবে না, তাদের আগুন কখনও নিভবে না, তারা হবে সকলের দর্শনীয় বস্তু।* এই বচনের মধ্য দিয়ে তিনি বিচারের দিনের দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন, সেই যে দিনে সকলে দেখবে আমাদের মধ্যে কে কে ভক্তিহীন ছিল ও যীশুখ্রীষ্টের আজ্ঞাবলি বিকৃত করেছিল। কিন্তু ধর্মপ্রাণ যারা এবং যারা শুভকর্ম সাধন করেছিল, পীড়ন সহ্য করেছিল ও প্রাণের অভিলাষ ঘৃণা করেছিল, তারা যখন দেখবে যে ভ্রান্তগামীরা এবং কথাকর্মে যারা যীশুখ্রীষ্টকে অস্বীকার করেছিল তারা অনন্ত আগুনে ভয়ানক পীড়ন দ্বারা শাস্তি ভোগ করছে, তখন সেই ধর্মপ্রাণসকল তাদের ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবে এবং বলে উঠবে, 'যে কেউ তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে সেবা করেছে, তার জন্য সত্যি একটা আশা আছে।'

**১৮** এসো, সচেষ্ট থাকি, যাতে আমরাও তাঁদেরই সংখ্যায় পরিগণিত হতে পারি যাঁরা ঈশ্বরের সেবা করেছিলেন বিধায় এখন তাঁর প্রশংসা করেন, সেই দুর্জনদেরই সংখ্যায় পরিগণিত না হই যারা বিচারাধীন। সবদিক দিয়ে পাপী, প্রলোভনের অধীন, ও এখনও শয়তানের ফন্দি-ফিকিরের মধ্যে থাকলেও আমিও ধর্মময়তার পথে চলতে চেষ্টা করছি, যাতে ভাবী বিচার ভয় করে সেই ধর্মময়তার কাছে এগিয়ে যেতে পারি।

**১৯** তাই, ভ্রাতৃগণ, তোমরা সত্যের ঈশ্বরের বাণী শোনার পর আমি তোমাদের কাছে এ উপদেশ পেশ করতে যাচ্ছি, যাতে আমার লেখা মনোযোগ দিয়ে শুনে তোমরাও পরিত্রাণ পেতে পার, ও তোমাদের মাঝে এই যে আমি পাঠ করে শুনাচ্ছি সেই আমিও যেন পরিত্রাণ পাই; কেননা তোমাদের কাছ থেকে যে প্রতিদান ভিক্ষা করছি তা এরূপ, যাতে তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তপস্যা করে থাক, এবং এর ফলে পরিত্রাণ ও জীবন অর্জন কর। তাই করে আমরা সকল যুবক-যুবতীর কাছে একটা আদর্শ রাখব, কারণ তারা বাস্তবরূপেই ঈশ্বরকে ভক্তি করতে ও ভালবাসতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কেউ আমাদের সংশোধন করলে ও অধর্ম থেকে ধর্মময়তার পথে আমাদের ফেরালে আমরা যেন নিজেদের অপমানিত মনে না করি, অস্থিরও যেন না হয়ে উঠি, তেমন ব্যবহার আমাদের নির্বুদ্ধিতারই লক্ষণ হবে; আর প্রকৃতপক্ষে আমাদের অন্তর দোমনা ও অবিশ্বস্ত হওয়ায় ও আমাদের মন নানা দুর্মতিতে আচ্ছন্ন হওয়ায় আমরা বহুবার দুষ্কর্ম করেও সেই বিষয়ে সচেতন নই।

সুতরাং এসো, ধর্মময়তা পালন করি যাতে শেষে পরিত্রাণ পাই। সুখী যারা এ নির্দেশগুলো মেনে নেয়; যদিও কিছুকালের মত এই জগতে অমঙ্গল ভোগ করে থাকে, তারা পুনরুত্থানের অক্ষয় ফসল সংগ্রহ করবেই। ফলত যদি ভক্তজন এ বর্তমানকালে দুর্দশায় ভুগছে, এর জন্য সে যেন দুঃখ না পায়, কেননা আনন্দময় কাল তার প্রতীক্ষায় রয়েছে, আর তখন সে পিতৃপুরুষদের সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত হয়ে আবার আনন্দ করবে, তার আর কখনও দুঃখ হবে না।

**২০** ভক্তিহীনেরা ধনবান ও ঈশ্বরের দাসেরা সঙ্কটাপন্ন—তা দেখেও আমরা যেন অস্থির না হই। ভ্রাতৃগণ, এসো, একথা বিশ্বাস করি: আমরা জীবনময় ঈশ্বর দ্বারা পরীক্ষিত, এবং এজীবনে লড়াইতে অভ্যাস করে থাকি যাতে ভাবী জীবনে জয়মালায় ভূষিত হতে পারি। ধার্মিকদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে শীঘ্রই ফল পেয়েছে, কিন্তু ফলের জন্য সে অপেক্ষা করে থাকল। কেননা তিনি যদি ধার্মিকদের প্রতিফল শীঘ্রই দিতেন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে উপকৃত হতাম বটে, কিন্তু ভক্তি ক্ষেত্রে নয়, কারণ প্রকৃত ভক্তির অনুসরণ না করায়, কিন্তু নিজ উপকারই লোভ করায় আমরা কেবল বাইরে ধার্মিক হতাম। এজন্যই যে ধার্মিক নয়, তার অন্তর ঐশবিচারের চিন্তায় অস্থির ও সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

যিনি আমাদের কাছে সেই ত্রাণকর্তা ও অক্ষয়শীলতার সাধনকর্তাকে প্রেরণ করেছেন যাঁর দ্বারা তিনি আমাদের কাছে সত্য ও স্বর্গীয় জীবনও প্রকাশ করেছেন, সত্যময় পিতা সেই অদৃশ্য ঈশ্বরের গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

করিন্থীয়দের কাছে ক্লেমেন্টর দ্বিতীয় পত্র।